https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

জুভেনাইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস
বিবরণ 2016

জুভেনাইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস কী?

ইহা কী ধরনের রোগ?
জুভেনাইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস বিরল রোগ যেটা মাংসপেশী এবং চামড়াকে আক্রান্ত করে। ১৬ বছর বয়সের আগে শুরু হলে এটিকে জুভেনাইল বলা হয়।
ধারনা করা হয় জুভেনাইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস অটো ইমিউন রোগের পর্যায়ে পড়ে। সাধারনত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংক্রমন প্রতিরোধে আমাদের সাহায্য করে। অটো ইমিউন রোগের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল হয় সাধারন কোষের উপর। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার এই ক্রিয়াশীলতা প্রদাহ সৃষ্টি করে যার ফলে কোষ ফুলে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
জেডিএম এর ক্ষেত্রে চামড়া এবং মাংসপেশীর ক্ষুদ্র রক্তনালী গুলো আক্রান্ত হয়। এর ফলে মাংশপেশী দুর্বল হয়ে যায় এবং ব্যাথার সৃষ্টি হয় বিশেষ করে শরীর, কোমড়. ঘাড় ও গলার মাংশ পেশীতে এটা হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ রোগীর চামড়ায় র‌্যাশ থাকে। এই র‌্যাশগুলো থাকে শরীরের বিভিন্ন অংশে, মুখমন্ডল, চোখের পাতা, আঙ্গুলের গিরা, হাটু এবং কনুইতে। চামড়ার র‌্যাশ এবং মাংসপেশীর দুর্বলতা একই সাথে নাও থাকতে পারে। র‌্যাশগুলো পরে বা আগে হতে পারে। বিরল কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য অঙ্গের ক্ষুদ্র রক্তনালীগুলো আক্রান্ত হতে পারে।
শিশু কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্ক সবারই ডার্মাটোমায়োসাইটিস হতে পারে। বয়স্ক এবং জুভেনাইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস এর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ৩০% বয়স্ক ডার্মাটোমায়োসাইটিস ক্যান্সারের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু জেডিএমের সাথে ক্যান্সারের কোন সম্পর্ক নেই।

ইহা কেমন প্রচলিত।
জেডিএম বাচ্চাদের একটি বিরল রোগ। প্রতি ১০ লক্ষে প্রায় ৪ জনে বাচ্চার প্রতি বছর এটা হতে পারে। ছেলেদের চাইতে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা বেশী হয়। এটা শুরু হয় ৪ থেকে ১০ বছরের মধ্যে, তবে যে কোন বয়সের বাচ্চার জেডিএম হতে পারে। বিশ্বের সব জায়গায় এবং সব জাতি গোষ্ঠীর বাচ্চাদের জেডিএম হতে পারে।

এই রোগের কারনগুলো কী এবং এটা কি বংশগত? আমার বাচ্চার এই রোগটা কেন হয়েছে এবং এটা কি প্রতিরোধ
করা যায়?

ডার্মাটোমায়োসাইটিস এর প্রতিকার জানা যায়নি। জেডিএম এর কারন খুজতে আন্তর্জাতিকভাবে অনেক গবেষণা

1 / 3

হচ্ছে।
জেডিএম কে অটোইমিউন রোগ বলা হচ্ছে এবং এটা অনেক কারনে হয়।এর মধ্যে বংশগত এবং পরিবেশের প্রভাবক যেমন অতি বেগুনী রশ্মি এবং সংক্রমন উল্লেখযোগ্য। গবেষণায় দেখা গেছে কিছু জীবানু (ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস) ইমিউন সিস্টেমকে অস্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করে। বাচ্চার জেডিএম হয়েছে এরূপ কিছু পরিবার অন্যান্য অটো ইমিউন রোগে ভোগে, যেমন-ডায়াবেটিস অথবা গেটেবাত। যাহোক পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের জেডিএম হওয়ার ঝুঁকি বেশী নয়।
বর্তমানে জেডিএমকে প্রতিরোধের কোন উপায় নেই। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনি আপনার শিশুকে জেডিএম হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন না।

এটি কি সংক্রামক?
জেডিএম সংক্রামকও নয়, ছোঁয়াচেও নয়।

কোনগুলো প্রধান লক্ষন
জেডিএম আক্রান্ত সবার বিভিন্ন লক্ষণ থাকে। বেশীর ভাগ শিশুর থাকে

অবসাদ (ক্লান্তি)
শিশুরা প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে যায়। তারা খুব সামান্যই ব্যায়াম করতে পারে এবং দৈনন্দিন কাজগুলো তাদের জন্যে কঠিন হয়ে যায়।

মাংসপেশীর ব্যাথা এবং দুর্বলতা

শরীরের মাংসপেশীগুলো প্রায়ই আক্রান্ত হয়। এর পাশাপাশি পেট, পিঠ এবং ঘাড়েও। প্রকৃতপক্ষে শিশুরা অধিক দূরত্বে হাঁটতে বা খেলতে চায় না। ছোট শিশুরা বেশী সময় কোলেই ঘুরতে চায়। যখন জেডিএম খারাপ হতে থাকে সিড়ি বেয়ে ওঠা বা বিছানা থেকে ওঠা একটা সমস্যা হয়ে দাড়ায়। কিছু শিশুর মাংসপেশী সরু ও ছোট হয়ে যায় (বলা হয় সংকোচন)। এর ফলে আক্রান্ত হতে বা পা পুরোপুরি সোজা হয় না, কনুই ও হাঁটু বাকানো থেকে যায়। এর ফলে হাত বা পায়ের নড়াচড়া প্রভাবিত হয়।

গিরা ব্যাথা এবং কখনও গিরা ফোলা ও শক্ত হওয়া
জেডিএম এ বড় এবং ছোট উভয় গিড়াতেই প্রদাহ হতে পারে। এই প্রদাহের কারনে গিড়া ফুলে যায়, ব্যাথা হয় এবং গিড়ার নড়াচড়া কঠিন হয়ে যায়। চিকিৎসায় এই প্রদাহ ভাল হয় এবং গিড়া নষ্ট হয় না।

চামড়ার র‌্যাশ
জেডিএমের র‌্যাশগুলো মুখমন্ডলে দেখা যায় এবং চোখের চারপাশ ফুলে যায়। চোখের পাতাগুলো বেগুনী গোলাপী রং ধারন করে। (হেলিও ট্রপ র‌্যাশ) গাল দুটোও লাল হয়ে যায় (মালার র‌্যাশ) এবং শরীরের অন্যান্য অংশ (আঙ্গুলের গিড়া, হাঁটু, কনুই) ও যেখানে চামড়া মোটা তাও লাল হয়ে যায় (গট্রন প্যাপুল) মাংসপেশীর ব্যাথা ও দুর্বলতার অনেক আগেই চামড়ার র‌্যাশ হয়। কখনো কখনো বাচ্চার নখে এবং চোখের পাতায় স্ফীত রক্তনালী ডাক্তার দেখতে পায়। কিছু জেডিএম র‌্যাশ রোদে ক্রিয়াশীল আবার কিছু ক্ষত সৃষ্টি করে।

2 / 3

ক্যালসিনোসিস
চামড়ার নীচে শক্ত গোটা যেটাতে ক্যালসিয়াম থাকে তা এই রোগে পাওয়া যায়। একে ক্যালসিনোসিস বলে। কখনো এটা রোগের শুরুতেই পাওয়া যায়। গোটার উপর ক্ষত সৃষ্টি হয় যা থেকে দুধের মত তরল ক্যালসিয়াম বেড়িয়ে আসে। এটা হলে এর চিকিৎসা করা কঠিন।

পেটে ব্যাথা
কিছু শিশুর নাড়ীতে সমস্যা হয়। এর মধ্যে আছে পেটে ব্যাথা বা শক্ত পায়খানা। কখনো পেটের সমস্যা মারাতœক হয় যদি নাড়ীর রক্তনালী আক্রান্ত হয়।

ফুসফুস আক্রান্ত
মাংসপেশীর ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারনে শ্বাসের সমস্যা হতে পারে। এর কারনে শিশুর কন্ঠ পরিবর্তন এমনকি খাবার গিলতেও সমস্যা হয়। কখনো কখনো ফুসফুসের প্রদাহ হয় যার ফলে শ্বাস কষ্ট হয়।
মারাতœক ক্ষেত্রে হাঁড়ের সঙ্গে সংযুক্ত সব মাংসপেশী আক্রান্ত হতে পারে যার ফলে শ্বাসকষ্ট খাবার গিলতে বা কথা বলতে সমস্যা হয়। এর ফলে কন্ঠ পরিবর্তন, খেতে বা খাবার গিলতে সমস্যা শ্বসকষ্ট এগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ।

সব শিশুর ক্ষেত্রে এই রোগটি কি একই ?
রোগটির তীব্রতা একেক শিশুর জন্যে একেকরকম। কিছু শিশুর শুধু চামড়া আক্রান্ত হয় কিন্তু কোন মাংসপেশীর দুর্বলতা থাকে না কিংবা পরীক্ষা করে মাংসপেশীর দুর্বলতা সামান্যই পাওয়া যায়। অন্য শিশুদের শরীরের বিভিন্ন অংশে যেমন চামড়া, মাংসপেশী, গিরা, ফুসফুস ও নাড়ী আক্রান্ত হয়।

3 / 3